36

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 APR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

## কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমাতাসুলভ আচরণ

সামান্য অজুহাতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর দাবি তুলে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ তা মানতে বাধ্য হয়; কিন্তু কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিভুক্ত (Affiliated) কৃষি কলেজ তিনটির প্রতি কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা এবার নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ৪র্থ পর্বের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি করেছিল তাদের ফাইনাল পরীক্ষা একমাস পিছিয়ে দেয়া হোক। এমনকি এক পর্যায়ে পনের দিন পিছানোর দাবিও উঠেছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল (জানা গেছে জনৈক ছাত্রনেতার চাকরির বয়স পার হয়ে যাবে পরীক্ষা পিছালে)। শেষ পর্যায়ে ছাত্ররা দাবি করেছিল যে, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্র বাদে বাকি কেন্দ্র দু'টিতে (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা কৃষি কলেজ) পরীক্ষা নেয়া হোক এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্রের জন্য বিশেষ পরীক্ষার (Special) ব্যবস্থা করা হোক যা অতীতেও একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে। পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ছাত্ররা বরাবরই সময়মত পরীক্ষা দেয়ার পক্ষপাতী; কিন্তু এবারকার অবস্থা ছিল ভিন্ন। তা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে বেশ কিছু ছাত্রকে দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছিল এবং এমন এক সময় তারা জেল থেকে ছাড়া পায় যখন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মত অবস্থা আদৌ ছিল না, যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভালভাবে অবগত। এতকিছুর পর কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে কৃষি কলেজের ছাত্ররা ১ম পরীক্ষায় (১৯-১২-৯৩) অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং বাকি পরীক্ষাগুলোকে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে ছাত্রদেরকে Showcause করা হয় এবং যথারীতি জবাব দেয়া হয়। এমনকি উক্ত পরীক্ষাটি যাতে Special নেয়া হয় এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন Department এ গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত ছাত্র শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও অনুরোধ জানায় এবং তারা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় পর্বের ছাত্ররা তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় 'উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব'' (Plant Pathology) বিষয়ে প্রশ্নপত্র common না পাওয়ায় উত্তরপত্র নিয়ে পরীক্ষা হল থেকে বেড়িয়ে আসে, যা কৃষি কলেজের ছাত্রদের অপরাধের চেয়েও মারাত্মক; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় পর্বের ছাত্রদের উক্ত বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিচ্ছে ২৬-৪-৯৪ অথচ পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ছাত্রদের বিশেষ পরীক্ষা না নিয়ে অন্য দুটি কেন্দ্রের Result প্রকাশ করেছে। ফলে কৃষি কলেজ কেন্দ্রের ৫২ জন ছাত্রকে মানষিক যন্ত্রণার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এজন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি কামনা করছি।

মোঃ শাফায়েত হোসেন
১৪৮/পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা।